

সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এক সংবাদের শিরোনাম ছিল 'বখাটেদের উৎপাতে পরীক্ষা দিতে পারো চতুর্থ শ্রেণীর আলেয়া'। এটি ময়মনসিংহের গ্রামের একটি ঘটনা। গ্রামে-গঞ্জে বখাটেদের উৎপাতে অনেক কিশোরী বারে পড়ছে শিক্ষা জীবন থেকে। গ্রামাঞ্চলে বারে পড়া শিক্ষার্থীর হার বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বখাটেদের উৎপাত। কয়েকটি কেস স্টাডিভিত্তিক প্রতিবেদন করেছেন আজমাল হোসেন মামুন

ভারাবীহ নামাজে বে
অংশটুকু তেলাওয়াত
সন্ধ্যা ৭:০০টা



হবিটি মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে

হবি : মুস্তাফিজুর রহমান

30 Steps
to
Heaven
রাত ১০:৩০ টা

মাহে রমজান
ইসলামী অনুষ্ঠান নিয়ে সম্প্রদ
আসন্ন রমযান উপলক্ষে ইস
প্রতিদিন'। আশ্রম টেলিনেট
অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন
অনুষ্ঠানটি বিকাল সাড়ে ৩টা
বিভিন্ন তাফসির ও দর্শনের
কোরআন এর ১১৪টি সূরা,
আধ্যাত্মে মানুষ তার ব্যক্তি জী
নির্দেশনা অনুসরণ করতে প

বখাটের অত্যাচার: বারে পড়ছে কিশোরীর শিক্ষা জীবন

নাহিমা খাতুন (ছদ্মনাম)। বাড়ি
পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ছোট
হাইশদিয়া ইউপির একটি নিভৃত পল্লী গ্রামে।
হানীয়া মাদ্রাসায় নবম শ্রেণীতে পড়ে।
পার্ব্ববর্তী গ্রামের সুমন (২২) তার বন্ধুদের
নিয়ে তাকে প্রায়শ উত্ত্যক্ত করত। এতে
নাহিমার অভিভাবকেরা মাদ্রাসা যাওয়া বন্ধ

করে দেন। গ্রাম্য সালিশি ডেকেও কোন লাভ
হয়নি। উল্টো হুমকি দিয়েছে নাহিমার
পরিবারকে। এতে নাহিমার দেখাদেখি অনেক
পরিবার তাদের মেয়েকে ছুলে যাওয়া বন্ধ
করে দেন। অথচ নাহিমার স্বপ্ন উচ্চশিক্ষা
গ্রহণ করে মানুষের মত মানুষ হয়ে সুবিধা
বঞ্চিত মানুষের সেবা করা।

কেস স্টাডি-২: শাকিলা খাতুন (১৯)
জন্মগ্রহণ করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার
শিবগঞ্জের চতীপুর গ্রামে। বাবা সৌদি আরবে
থাকে। মায়ের অধীনে এক ভাই ও স্নে
থাকে। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় একই
গ্রামের কলেজ পড়ুয়া মান্না নামের এক যুবক
উত্ত্যক্ত করত। ফলে পড়াবস্থায় এক এলিজিও

কর্মীর সাথে বিয়ে হয় শাকিলার। স্বামী
লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ
করে। বিয়ের পরও মান্নাকে পিছু হট্টে
একদিন দুপুরে মান্না একা পেয়ে আম
বাগানের মধ্যে শ্রীতাহানির চেষ্টা করে।
কোন উপায় না দেখে পায়ের হিল খুঁচে
জালে মারে। এতে মান্নাও স্যাতেল খুঁ

শিরোনাম : ৭-০০, ৮-০০
০০, ১-০০, ৩-০০
চ্যানেল আই : সন্ধ্যা ৭-০
বালোড়িশন : ৮-০০, ২-৯
১৫, ১০-৩০ শিরোনাম
০০, ৪-৮
চ্যানেল ওয়ান : ২-৩০, ১
১২-৩০ শিরোনাম : ৮-০
০০
আরটিভি : ৭-০০, ৩-০০
১০-১৫, ১২-১৫ শিরে
বৈশাখী : ৮-৩০, ২-৩০,
১০

বখাটেদের উৎপাত বা ইভটিজিং মেয়েদের কাছে আতঙ্কিত
একটি শব্দ। এই ইভটিজিং-এর জন্য যে কত স্ভাবনাময়ীরা প্রাণ
হারাল তার হিসেব নেই। ইভটিজিং যে কত নির্মম তার প্রমাণ
মেশে আর্ট কলেজের ছাত্রী আত্মহনকারী সিমির শেষ চিরকুটে।
মৃত্যুর আগে সিমি লিখে যায়। 'এ নির্ঘাতন একজন মেয়েকে
রাতায় ফেলে ধর্ষণ করার চেয়েও নির্মম'। সিমি ২০০১ সালের
২৩ ডিসেম্বর আত্মহত্যা করে। ঢাকার বিলগাঁওয়ের মেয়ে সিমি
বখাটেদের নির্ঘাতনের বিচার না পেয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে
নেন। সিমির আসা যাওয়ার পথে পাড়ার বখাটেরা তাকে প্রতিদিন
বাজে কথা বলেতো। সিমি বিলগাঁও থানায় নালিশ জানালে
পুলিশ তার বাড়ি এসে তাকে কটু কথা শোনায়। মৃত্যুর আগে
চিরকুটে সিমি তার প্রমাণ রেখে যায়-

গত বছর কুলাইয়ে আত্মহত্যা করে বিজলি আত্মতার স্বপ্ন।
ঢাকার পল্লবীর বাসিন্দা স্বপ্না (১৩) পড়তো ষষ্ঠ শ্রেণীতে। বয়সে
নিভাতাই শিশু-এ মেরোটিকেও জীবন দিতে হয় বখাটেদের
অত্যাচারে। গাইবান্ধার মেয়ে ১১ বছরের সাদিয়া সুলতানা
উষাকোণ এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় বখাটেদের নির্ঘাতনে।
বুলনার মেধাবী মেয়ে রুমি আত্মহত্যা করে ২০০৩ সালের
এপ্রিলে। বখাটেদের লাগাতার হয়রানি ও অপহৃত হওয়ার ভয়ে সে
আত্মহত্যা করে। গত বছর ১৩ সেপ্টেম্বর নিজ বাড়ির আঙ্গিনায়
গলার দড়ি দেয় তিথি। সাতারের জামসিং পূর্ব জয়পড়া গ্রামের ট্রাক
চালক আব্দুর রাক্কাক্বর মেয়ে তিথি পড়তো সাতার বালিকা

বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে। তাকে বছর খানেক ধরে উত্ত্যক্ত
করতো বখাটে শহর আলি। তিথির বাবা শহর আলির বিরুদ্ধে
অভিযোগ করেন। কিন্তু থানা তা আমলে নেয়নি। পরিণামে
তিথিকে মরতে হলো। সিমি, তিথি, রুমি, তথা ও স্বপ্নার মৃত্যুই
বলে দেয় ইভটিজিং'র ভয়াবহতা। এদিকে ইভটিজিংয়ে

আর নয় আত্মহত্যা

অভিযুক্তদের কেসস্টাডি থেকে জানা যায়; পল্লবীর স্বপ্না হত্যাকারী
মজিবরকে গ্রেফতার করা হলেও অন্যদের গ্রেফতার করা হয়নি।
২০০৪ সালের ৩০ অক্টোবর নারী ও শিশু নির্ঘাতন দমন
ট্রাইব্যুনালের রায়ে রুমির হত্যাকারী অভিযুক্ত চার আসামির
প্রত্যেককে ১৮ বছরের কারাদণ্ড এবং ৬০ হাজার টাকা করে
জরিমানার আদেশ দেয়া হয়। ভয়ানক হত্যাকারীদের শাস্তি ত্বরান্বিত
ও সঠিক হয়েছে নারী সংগঠনগুলোর ব্যাপক প্রতিবাদ ও

আন্দোলনের ফলে। এদিকে, আইনবিদরা
অনেক ধরনের নারী নির্ঘাতনের সূচনাকারী
ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে কোন কঠোর আইন
আইনে এর উল্লেখ বা সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা বা
হয়নি। দেশের প্রচলিত যেসব আইনে ইভটিজিং
বিচার সম্ভব সেসব দৃষ্টবিশিষ্টে ফেলেই বিচার

ইভটিজিং বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী ও কথা সু
কামাল বলেন-ইভটিজিং'র ফলে নারীরা হত
নিজের সম্মানহানির জন্যই নারীর ভেতর সম
সম্পর্কে এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়। সে হতা
মৃত্যুর দিকে। তিনি আরো জানান, ইভ
মেয়েদেরকে সচেতন হতে হবে। কেননা, প
তাকে কি বললো এটা নিয়ে এতটা মাথা ঘাম
নেই। মেয়েদের ভাবতে হবে এটা ছেলেটার ব
সে বখাটে ছেলে, এটি তার দোষ, এতে আর
কই ছেলেটার দোষের বোঝা আমি কেন ব
আমাকে উত্ত্যক্ত করেছে এটা তার বাজ্ঞে বৈ
কেন কষ্ট পাব? মেয়েরা যদি ইভটিজিং কে বা
ভাবতে পারে তাহলে তাকে অন্যের দোষা মানা
হবে না। ছেলেদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত
গঠন করতে হবে। মেয়েদেরকে সম্মান করতে

জলাবদ্ধ মশলা ও

৥ গোপালপুর
সংবাদদাত
বর্ষা মৌসুমে
জলাবদ্ধতার দরুন
মশলা ও সবজির ব্যা
হচ্ছে। মধুপুর গড়
সবজি উৎপাদনের
এলাকা। গড়ের মধু